



82994 - নারীসমাজ ও মাহরাম পুরুষদরে সামনে একজন নারীর সতর

প্রশ্ন

একজন বোন ও ভাইয়ের মাঝে সতরের সীমানা কী? একজন ময়ে ও তার মা কথিবা বোনরে মাঝে সতরের সীমানা কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

মাহরাম পুরুষদরে সামনে একজন নারীর সতর হচ্ছে তার গোটো দহে; কবেল চহোরা, চুল, ঘাড়, হাতরে বাহুদ্বয় ও পদযুগল যা সচরাচর প্রকাশতি হয়ে পড়ে সগৌলো ব্যততি। আল্লাহ তাআলা বলনে: “তারা যনে তাদরে স্বামীগণ, পতিগণ, স্বামীর পতিগণ, ছলেগেণ, স্বামীর ছলেগেণ, ভাইগণ, ভাইয়ের ছলেগেণ, বোনরে ছলেগেণ, আপন নারীগণ, তাদরে মালকিনাধীন দাস, যতোনকামনা রহতি অধীনস্থ পুরুষ এবং নারীদরে গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞঃ শশিুরা ছাড়া কারো নকিট নজিদেরে সাজসজ্জা (সাজসজ্জার অঙ্গগুলো) প্রকাশ না করে।”[সূরা নূর, আয়াত: ৩১]

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা নারীর জন্য তার স্বামীর সামনে ও তার মাহরামদরে সামনে নজিরে সাজসজ্জা প্রদর্শন জায়যে করছেন। এখানে সাজসজ্জা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে— সাজসজ্জার স্থানগুলো। যমেন আংটি পরার স্থানরে মধ্যযে পড়বে হাতরে কব্জি। চুড়ি পরার স্থানরে মধ্যযে পড়বে হাতরে বাহু। কানফুল পরার স্থানরে মধ্যযে পড়বে কান। গলার হার পরার স্থানরে মধ্যযে পড়বে গলা, বুক। নূপুর পরার স্থানরে মধ্যযে পড়বে পায়রে গোছা।

আবু বকর আল-জাসাস তার তাফসরিে বলনে: “এ বাণীর বাহ্যকি মর্মরে দাবী হচ্ছে সাজসজ্জা স্বামীর জন্য এবং পতিসহ অন্য যাদরেকে স্বামীর সাথে উল্লেখ করা হয়েছে তাদরে সামনে প্রকাশ করা বধৈ। জ্ঞাতব্য, সাজসজ্জা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে— সাজসজ্জার স্থান। আর সে স্থানগুলো হচ্ছে চহোরা, হাত ও হাতরে বাহু...। তাই এই বাণীর দাবী হচ্ছে আয়াতে উল্লেখতি ব্যক্তবিরগরে জন্য উল্লেখতি স্থানগুলো দেখা বধৈ। এগুলো হচ্ছে আভ্যন্তরীণ সাজরে স্থান। কেননা আয়াতরে প্রথমাংশে বাহ্যকি সাজসজ্জা গাইরে-মাহরাম ব্যক্তদিরে জন্য দেখা জায়যে করা হয়েছে। আর স্বামী ও মাহরাম ব্যক্তবিরগরে জন্য আভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা দেখাকে জায়যে করা হয়েছে। ইবনে মাসউদ (রাঃ) ও যুবাইর (রাঃ) থেকে বর্ণতি আছে: কানরে দুলা, গলার হার, চুড়ি ও নূপুর...।



যহেতু আয়াতে স্বামী ও উল্লেখিত ব্যক্তিদের জন্য বধিানককে সমান করা হয়েছে তাই আয়াতের সামগ্রিকতার দাবী হচ্ছে উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গের জন্য এ সকল সাজসজ্জার স্থানরে দকি তাকানো বধৈ; যমেনভাবে স্বামীর জন্য বধৈ।”[সমাপ্ত]

বাগাভী (রহঃ) বলনে: “নজিদেরে সাজসজ্জা প্রকাশ না করে” অর্থাৎ গাইরে মাহরামেরে সামনে প্রকাশ না করে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আভ্যন্তরীণ সাজ। সাজ দুই প্রকার: আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক। আভ্যন্তরীণ সাজ হল: নূপুর, পায়রে মহেদি, হাতরে কব্জতি চুড়ি, কানরে দুল ও গলার হার। তাই নারীর জন্য এগুলো প্রকাশ করা নাজায়যে এবং গাইরে মাহরামেরে জন্য এগুলো দেখো নাজায়যে। আর এখানরে সাজ দ্বারা উদ্দেশ্য সাজরে স্থান।”[সমাপ্ত]

কাশশাফুল ক্বনি গ্রন্থে (৫/১১) বলনে: “পুরুষরে জন্য তার মাহরাম নারীদরে চহোরা, ঘাড়, হাত, পা, মাথা, পায়রে গোছা দেখো জায়যে। এই বরণনায় ক্বায়ী বলনে: সচরাচর যা প্রকাশতি হয় পড়ে, যমেন- মাথা, কনুই পর্যন্ত হাত দেখো বধৈ।”[সমাপ্ত]

এই মাহরামগণ নকৈট্যরে দকি ও ফতিনা থকৈ নরিাপদ হওয়ার দকিরে বিবেচনা থকৈ একই স্তরে নয়। তাই একজন নারী তার বাবার সামনে যা কছি প্রকাশ করবনে তার স্বামীর ছলেরে সামনে সসেব কছি প্রকাশ করবনে না। কুরতুবী বলনে: “আল্লাহ তাআলা যখন স্বামীদরে কথা উল্লেখ করলনে তখন তিনি তাদরেককে দিয়ে আলোচনা শুরু করনে, দ্বিতীয় পর্যায়ে মাহরাম পুরুষদরে কথা উল্লেখ করনে। সাজসজ্জা প্রকাশ করার ক্ষেত্রে উভয় শ্রেণীর জন্য সমান বধিান দিয়েছনে। কিন্তু মানুষরে মনে যা কছির উদ্রকে হয় সসে বিবেচনা থকৈ মাহরামদরে মর্যাদার ভদে রয়ছে। কোন সন্দহে নাই য়ে, পতির সামনে, ভাইয়ের সামনে নারীর কোন কছি প্রকাশ করা স্বামীর ছলেরে সামনে প্রকাশ করার চয়ে অধিকি নরিাপদ। অনুরূপভাবে মাহরামদরে সামনে কোন অঙ্গটি প্রকাশ করা হচ্ছে সটোর বিবেচনা থকৈও স্তরভদে রয়ছে। তাই পতির সামনে এমন কোন অঙ্গ প্রকাশ করা বধৈ; যা স্বামীর ছলেরে সামনে প্রকাশ করা বধৈ নয়।”[সমাপ্ত]

দুই:

ফকিহবদি আলমেদরে নকিট স্বতঃসিদ্ধ এক নারীর কাছরে অপর নারীর গোপন অঙ্গ হচ্ছে নাভী থকৈ হাঁটুর মধ্যস্থতি স্থান; চাই সই নারী মা হোক, বোন হোক, কথিবা অনাত্মীয় কোন নারী হোক। তাই কোন নারীর জন্য তার বোনরে নাভী থকৈ হাঁটুর মধ্যস্থতি স্থানটুকু দেখো বধৈ নয়; একান্ত জরুরী অবস্থা কথিবা চকিৎসার মত তীব্র প্রয়োজন ছাড়া।

তার মানে এ নয় য়ে, একজন নারী নারীদরে মাঝে তার নাভী থকৈ হাঁটু পর্যন্ত বাদ দিয়ে সমস্ত শরীর উন্মুক্ত করে বসে থাকবনে। এমন কাজ বহোয়া ও নরিলজ্জ কথিবা অশালীন ফাসকে মহলিারা ছাড়া আর কটে করে না। ফকিহবদি আলমেদরে উক্তি “গোপন অঙ্গ হচ্ছে: নাভী ও হাঁটুর মধ্যবর্তী স্থান” কে ভুলভাবে বুঝা উচতি হবে না। তাদরে এ কথার মধ্যযে এমন কোন কছি নাই য়ে, নারীর পোশাক এতটুকুন; য়ে পোশাক নারী সবসময় গায়রে পরবনে এবং য়ে পোশাক পরে আর বোন ও বান্ধবীদরে সামনে আসবনে। কোন বিবেকবান মানুষ এমন অভিমতে সায় দবিনে না এবং স্বাভাবিকি মানব প্রবৃত্তি এর প্রতি আহ্বান করে না।



বরং নিজের বোনদের ও অন্য নারীদের সামনে তার পোশাক পরিপূর্ণ শরীর ঢাকবে এমন হওয়া বাঞ্ছনীয়; যা নারীর লজ্জাশীলতা ও গাম্ভীর্যের পরিচায়ক হবে। কাজের সময় ও কোন সবে দায়ের সময় যতটুকু প্রকাশ হয়ে পড়ে ততটুকুর বেশি প্রকাশ করবে না; যমেন- মাথা, গলা, দুই হাতের বাহু, দুই পায়ের পাতা; ঠিক ইতিপূর্বে মাহরামদের প্রসঙ্গে আমরা যতোবাবে উল্লেখ করেছি।

একজন নারী তার মাহরাম পুরুষদের সামনে ও অন্য নারীদের সামনে কী কী প্রকাশ করা জায়গা এ ব্যাপারে ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটির ফতোয়া আমরা ইতিপূর্বে 34745 নং প্রশ্নোত্তরে উল্লেখ করেছি।

আমরা আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য ও আপনার জন্য তাওফিক প্রার্থনা করছি।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।